Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 175 –182
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

নারীদের জীবন ও জীবিকার টানাপোড়েনঃ প্রসঙ্গ অমর মিত্রের ‘ধনপতির চর’ উপন্যাস

TENSION OF WOMEN'S LIFE AND LIVELIHOOD: CONTEXT AMAR MITRA'S 'DHANAPATIR CHAR' NOVEL

যাদব মুরারী
শিক্ষক, নাটাগড় স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)
ইমেইল : jammm8419@gmail.com

Keyword
Dhanapati Sardar, distressed women, Fishermen, Greedy businessman, six-month's Char.

Abstract
Amar Mitra a notable popular writer of Bengali fiction. In the last 40 years, changes in villages and cities, changes in life direction, dangerous times and helpless people, various forms of nature have become the subjects of his story and novels. In the novel 'Dhanapatir Char', the multifaceted tension of life and livelihood of these endangered people, especially women, has been given a relevant literary form. Dhanapati's Char is the world of six months. From the end of Ashwin to the beginning of the month of Chaitra this Char is under Dhanapati Sardar, a descendent of Harmad Pedru. It is said that an ancient tortoise, thousands of years old, sleeps with Dhanapati's chariot on his back; he is also called Dhanapati. He was Harmad Pedru. Fishermen from the mainland come to the Char to catch fish and dry fish. Destitute like Batasi, Ahalya, kunti, Roma, Purnima, Yamuna, Annabibi from places like Ghoradal, Kultali, Kakdwip, Namkhana etc. of the mainland come to Dhanapati's Char in search of work; on the otherhand, in search of rice. Separated from husband, separated from family, these women involve their lives with the strange rule of Char. They leave their father, mother, brother, sister, son-daughter and come to posture for six months and get a family with the fishermen. When six months are completed that is, when the fishermen leave the Char, the six months of happiness of these women ends. After the month of Chaitra, the fishermen forgot about the women and live happily and peacefully with their families, but women of Char's six months can't easily earase the incident from their mind. The memories of women like Batasi, Ahalya resolve around those six months, about their suffering. Whether it is the Government or the common people, everyone is hesitant about the ownership of Dhanapati's Char. Although the Government considers this Char as Government-own land, the Sardar Dhanapati consider himself the master or owner of this Char through generations. Traditinally, Dhanapati Sardar is recognisedas Sardar by Fishermen and women. Even here, womanizers like Dasharath Byapari have appeared to supply the daily necessities of the common man. Who under the guise of their own business, with the active support of some people in the administration, have become eager to use six-month working women as

consumer goods. Destitute women are sent to Delhi or abroad via Howrah or Sealdah stations. The life stories of these distressed women have been given realistic language in the novel 'Dhanapatir Char' by renowned fiction writer Amar Mitra.

Discussion

আধুনিক মনস্ক সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম 'ও হেনরি' পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক হলেন অমর মিত্র। 'মেলার দিকে ঘর' গল্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশের পর কালক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হিসেবে। অগ্রজ মনোজ মিত্রের মতোই অমর মিত্র খ্যাতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে। তবে দাদার মতো তিনি নাট্য জগতে পাড়ি দেননি। তিনি একটিমাত্র নাটক রচনা করেছেন 'শেষ পাহাড় অশ্রু নদী' নামে। কিন্তু তাঁর রচিত উপন্যাসকে মঞ্চস্থ করেছে কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র ও করিমপুরের নাট্যদল। ১৯১৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের রাজধানী নূর-সুলতান শহরে প্রথম এশিয়ান লেখক সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় লেখক হিসেবে আমন্ত্রিত হন। এশিয়া মহাদেশের পাঁচজন লেখককে উদ্বোধনী মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অমর মিত্র ছিলেন ঐ পাঁচজনের একজন। এই সম্মান তাঁর সাহিত্যজীবনে এক বিরাট প্রাপ্তি।

অমর মিত্রের পূর্বপুরুষ অবিভক্ত বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা হলেও স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ শে আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার দাণ্ডিরহাটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক সূত্রেই তিনি সাহিত্য জগতের সঙ্গে পরিচিত হন। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র অমর মিত্র খ্যাতনামা নাট্যকার ও অভিনেতা অগ্রজ মনোজ মিত্রের ভীষণ স্নেহধন্য ছিলেন। দাদার কৃতিত্বে তিনি সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মনোজ মিত্র প্রথম জীবনে গল্প রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করলেও পরবর্তীতে অভিনয়, থিয়েটার ও নাটকের টানে কথাসাহিত্যিক হওয়ার ভাবনা থেকে সরে আসেন। তেরো বছরের ছোট অমর মিত্র দাদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও নাট্যজগতকে ভালোবাসতে পারেননি। তিনি দৃঢ় কর্মদক্ষতায় তাঁর লেখনী দ্বারা কথাসাহিত্যাকাশকে ভরিয়ে তুলেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিগুলি হল--'অমর মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'অর্ধেক রাত্রি', 'ডানা নেই উড়ে যায়', 'ধূলোগ্রাম', 'অশ্বচরিত'(বঙ্কিম পুরস্কার-২০০১), 'আগুনের গাড়ি', 'ধ্রুবপুত্র'(সাহিত্য একাদেমি-২০০৬), 'নদীবসত' কৃষ্ণগহ্বর', 'আসনবনি', 'নিস্তব্ধ নগর', 'প্রান্তরের অন্ধকার', 'ভি. আই. পি রোড', 'শ্যাম মিস্ত্রি কেমন ছিলেন', 'গজেন ভুঁইয়ার ফেরা', 'জনসমুদ্র', 'সবুজ রঙের শহর', 'নয়া পাহাড়ের উপাখ্যান', 'সারিঘর', 'শূন্যের ঘর শূন্যের বাড়ি', 'সোনাই ছিল নদীর নাম', 'হাঁসপাহাড়ি', 'বহ্নিলতা', 'কন্যাডিহি', 'ধনপতির চর', 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', 'নিসর্গের শোকগাথা', 'ভুবনডাঙ্গা', 'মালতী মাধব', কুসুমকুমারী ও মধুবালা', 'চাঁদু গায়েনের ডাকাত ধরা', 'জামাই ষষ্ঠীর ভূত' প্রভৃতি।

অমর মিত্রের একটি অভিনব সৃষ্টি 'ধনপতির চর'(২০১২) উপন্যাস। উপন্যাসটিতে ধনপতির চরে কাজের সন্ধানে আসা নারীদের জীবনযন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। নারীদের জীবনন্ত্রণার কথা, তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথাকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে 'অঙ্গনাবাদী সমালোচনা'(Feminist Criticism)। প্রায় ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকেই এই ধারণা সাহিত্য ক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এই মতবাদটির প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির পশ্চাতে নারীদের সাংস্কৃতিক ও তাদের কর্মের বহুমুখী সাফল্য এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৯ সাল থেকে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে নারীদের অধিকার, দাবি-আদায়ের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচুর লেখালেখি শুরু হয়। তবে অঙ্গনাবাদী সমালোচনা সাহিত্যের সূচনা আরো অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ভার্জিনিয়া উলফ-এর লেখায় তাঁর 'A Room of One's Own'(1929) গ্রন্থে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকেই মেয়েদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত উন্নতির পথে বাধা বলে দায়ী করা হয়েছে। এর দু'দশক পরে ১৯৪৯ সালে সিমোঁ দ্য বোভেয়ারের 'The Second Sex' গ্রন্থে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে নারীকে 'অপরজন' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। একবিংশ শতকেও ভার্জিনিয়া উলফ ও সিমোঁ দ্য বোভেয়ারের ব্যাখ্যাকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবরূপ হিসেবে দেখতে পাই 'ধনপতির চর'(২০১২) উপন্যাসে।

বাস্তববাদী লেখক অমর মিত্র 'ধনপতির চর' উপন্যাসের শুরুতেই ধনপতির চরের পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণের জলভাগ বঙ্গোপসাগরের মোহনায় কচ্ছপের পিঠের মতো হাজার হাজার বছর ধরে ভেসে রয়েছে ধনপতির চর। তার তিন দিকে সমুদ্রের মতো নদী, দক্ষিণদিক মহাসমুদ্র। ধনপতির চরের সঙ্গে ধনপতির নদীও ভেসে যাবে এমন বিশ্বাস ধনপতি সর্দারের ও চরে মাছ ধরতে আসা জেলে, জেলেনিদের। এই চরকে নিয়ে এক অলৌকিক বিশ্বাস চরবাসীদের মনে বদ্ধমূল রয়েছে। লেখকের ভাষায়-

> "কার্তিক পূর্ণিমার সমস্ত দিন গাবতলায় সর্দার কাছিমের পুজোর ব্যবস্থা হচ্ছিল। এ পুজো ধনপতির চরের। এ পুজো আর কোথাও নেই।"[১]

অভাবগ্রস্ত বাতাসিরা ঘোড়াদলের জীবন থেকে চরের জীবনকে সহজেই পৃথক করতে পারে। তাই তারা সারাবছর চরে থাকার প্রত্যাশা করলেও প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট চরে ছ'মাসের বেশি কাজ করতে পারেনা। আশ্বিন মাস থেকে চৈত্র মাস - এই ছ'মাস হল চরের জীবন; জেলেনিদের দু'মুঠো অন্ন জোগানোর সময়। এর পর বাকি ছ'মাস জেলেনিদের জীবন অনটনের গেরোয় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

মূল ভূখন্ডের ঘোড়াদল, কুলতলী, কাকদ্বীপ, নামখানা প্রভৃতি স্থান থেকে জেলেনিরা আসে কাজের সন্ধানে। অভাব-অনটনের সংসার ছেড়ে, স্বামী-সন্তান, পরিবার ছেড়ে ছ'মাসের জন্য কাজে এলেও জেলেদের সঙ্গে সংসার পাতে প্রতি বছর। এই নারীদের জীবন, যৌবন অনেকক্ষেত্রে তাদের স্বাভাবিক জীবনকে বিঘ্নিত করে। চরের দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এর পশ্চাতে অবশ্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রচ্ছন্ন থাকে। কারণ নারীরা নিরাপত্তার অভাবজনিত অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। আবার তারা চরে জেলেদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়, কাজ ও উষ্ণতা পায় ছ'মাস যাবৎ। কিন্তু তাদের রূপ-যৌবনের প্রতি দশরথ ব্যাপারিদের মতো মানুষ প্রলুব্ধ হয় ও ভোগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সমরেশ মজুমদারের 'উৎসারিত আলো' উপন্যাসের বুধনি চরিত্রের এ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-

> "মেয়ে হওয়া মানে পুরুষগুলির শিকার হওয়া। আমাদের জাতের মেয়েদের যৌবন থাকলে যেকোনও পুরুষ তাকে ভোগ করতে চায়। আমাকে ছোট সাহেবের সেবা করতে বলা হয়েছিল কারণ তিনি আমাকে ভোগ করবেন। সুখীকে যে টেকো লোকটা আলাদা নিয়ে এসেছে সে কি ভোগ করেনি? তারপর সুখীকে নিয়ে গেল বড় সাহেব, ভোগ করতে। কেউ বাধা দিতে পেরেছে?"[২]

বুধনির এই উপলব্ধি 'ধনপতির চর' উপন্যাসের জেলেনি বাতাসির অভিজ্ঞতারই পূর্বরূপ বলা চলে।

ধনপতির চর এমনই এক ভূখন্ড যেখানে, পিতৃকুল, মাতৃকুল, জাতধর্ম সবকিছু ছিন্ন করে মেয়েরা কাজের সন্ধানে যায়। আশ্বিন থেকে চৈত্র- এই ছ'মাসের জীবনে নতুন করে ঠাঁই খুঁজে পায় তারা। ছ'মাসের দ্বীপবাস যেন জীবনে নতুন বছর শুরু করার মতো। তাই বাতাসিদের প্রকৃত পরিচয় অজানা থেকে যায়। কনস্টেবল মঙ্গল মিদ্দের অর্থলোলুপতা ও দশরথ ব্যাপারির যোগসাজসে বাতাসি, যমুনাদের ছ'মাসের জীবনেও দুর্দশার করাল ছায়া ঘনীভূত হয়। চরের নিয়মে বাতাসি ছ'মাসের চরসঙ্গিনী হিসেবে থাকে গণেশ জেলের সঙ্গে; এ কথা জানা সত্ত্বেও বাতাসির প্রতি দশরথ আরো বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে। লেখকের কথায় উপন্যাসে এ বিষয়টি প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে-----

> "বাতাসির মনে হয়েছিল ব্যাপারি তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে রাজি করাবে শোবার জন্য। কেন শুতে যাবে? ছ'মাস তো নিশ্চিন্ত। দরকার নেই তবু অন্য পুরুরষের সঙ্গে শুতে হবে? বাকি ছ'মাস বোশেখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত উপায় থাকে না কোনো।...শাড়ি সায়া ব্লাউজেও মনে হয় তার কোন অঙ্গ ঢাকা নেই।"[৩]

যে বাতাসি একদিন অনাহার, অনটনে দিন যাপন করত; সে এই চরে এসে তার দুর্দশা কিছুটা ঘুচলেও গনেশের অনুপস্থিতিতে কনস্টেবলের সহযোগিতায় দশরথ ব্যাপারির তীক্ষ্ণ কামান্ধ রুপে কিছুটা হলেও ভীত ও বিব্রত হয়েছে।

দশরথ ব্যাপারি একজন ধূর্ত মানুষ। সে অর্থ উপার্জনের জন্য পুলিশ প্রশাসনকে টাকা দিয়ে হাতে রেখেছে। তার লোক দেখানো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসা থাকলেও তার প্রকৃত ফন্দি সাধারণ জেলেনিরা বুঝতে পারে না। বাতাসি, যমুনা, অন্না বিবিরা প্রতি বছর ছ'মাসের জন্য নির্দিষ্ট মানুষকে নিয়ে সংসার পাতে। পীতাম্বর জেলের কাছে যমুনা খুব সুখে শান্তিতে কাটায় ছ'মাস। কিন্তু ব্যাপারির গোপন অভিসন্ধি বাতাসিরা কেউ বুঝতে পারেনা। ব্যাপারির

হিসেবে মেয়েদের দাম বয়স অনুযায়ী নির্ধারণ হয়। মেয়েদের দাম তের-চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বাড়ে; আবার পঁচিশ বছরের পর থেকে কমতে শুরু করে। অর্থাৎ দশরথ ব্যাপারিরা মেয়েদের যৌবনের মূল্যকে দুর্মূল্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে না। যমুনার উপলব্ধিতে এর আসল দৃশ্য প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। লেখকের ভাষায়-

> "সে টের পায় বাতাসিকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারি বেচে দেবে। যে কিনবে সেও বেচে দেবে। আর 'গরমেন'-ও কিনছে আর বেচছে। মেয়েমানুষ বেচে বন্দুক, এরোপ্লেন কিনছে। ভাবতে ভাবতে যমুনা থৈ পায় না।"[৪]

আইন-কানুন সবই 'গরমেন' অর্থাৎ সরকারের নীতি। অথচ এই নীতির ভ্রান্ত প্রয়োগে বাতাসিদের মতো অসহায় মেয়েদের দশরথ ব্যাপারির মতো নারী পাচারকারীর খপ্পরে পড়তে হয়।

যে কোন মানুষ যে অবস্থাতে থাক না কেন সে উন্নত জীবনযাপন ও প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করে। কিন্তু সামান্য একটুখানি প্রত্যাশা নিয়ে চরে এসে ছ'মাসের শ্রমিক বনে যায় বাতাসিরা। এই চরে বাতাসির শরীরের আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য ভালো সুগন্ধি সাবান দিয়ে যায় দশরথ ব্যাপারি। কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে বাতাসিকে আয়ত্ত করতে চায় সে। শত দারিদ্রের মধ্যেও বাতাসি নিজের যৌবন, সম্মানকে ব্যাপারির কাছে বিকিয়ে দিতে চায় না; বাতাসি বাজারি হতে চায় না। তাই ব্যাপারির দেওয়া সাবানের কার্যকারিতাকে নিষ্ফলতার প্রার্থনা করেছে। অমর মিত্রের কথায় বাতাসির জবানিতে উপন্যাসে বর্ণিত--

> "বাতাসি একা একা উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ভাবল যদি সত্যি সত্যি গায়ের আঁশটে গন্ধের জন্য ব্যাপারি তাকে না নিয়ে যায়— কী ভালোই না হবে তখন, হে আল্লা, হে কাচ্ছিম বুড়া, হে মা শেতলা, বনবিবি আমার গায়ে মাছের গন্ধ করে দাও, পাকা গন্ধ, তখন আর গরমেন বেচতি পারবেনি, ব্যাপারিও কিনতে পারবেনি, হে আকাশের ঠাকুর, আমার গায়ে আঁশ গন্ধ দাও, এমন আঁশ গন্ধ দাও যেন ব্যাপারি ধারে কাছে না আসতে পারে।"[৫]

বাতাসির এই প্রার্থনা নির্মমতার পরিচয় বাহক। সে দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট ভোগ করতেও রাজি; কিন্তু ব্যাপারির পাতা ফাঁদে কখনোই সে পা দিতে চায় না। সে ছ'মাসের জেলে সঙ্গী গণেশকে নিয়েই সুখে থাকতে চায়।

ধনপতির চর থেকে প্রতি বছর বহু নারী পাচার হয়ে যায়। একথা গণেশ, পীতাম্বরদের মতো সকল জেলেই জানে। সোনাখালি, বাসন্তী, ঝড়খালী, কাকদ্বীপ থেকে এই ধনপতির চর হয়ে দিল্লি, মুম্বাই ছাড়াও উড়োজাহাজে চেপে বিদেশেও পাচার হয়ে যায়। পাচারকারীদের প্রধান চাহিদা বয়স। সেখানে কুন্তী, বাতাসিরা একদম উপযুক্ত। যৌবনবতী নারীদের আরবদেশে ভীষণ চাহিদা। তাই যমুনা, বাতাসিদের মনে ঘোর আশঙ্কা দানা বাধে যে তারাও হয়তো কোন একদিন পাচার হয়ে যাবে অজানা স্থানে, অজানা দেশে। মুর্খ, অশিক্ষিত জেলেনিরা কনস্টেবল মানে সরকার মনে করে এবং সরকারের নির্দেশ সকলকেই মেনে চলা উচিত এমন ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল রয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ প্রশাসন নারী পাচারের তদন্তের তথ্যকে অন্য কাহিনিতে বদলে দিয়েছে। লেখকের ভাষায়-

> "জলদস্যুর কাহিনি মালাকারকে দিয়ে গেছে ব্যাপারি। মালাকার সেই কথা কনস্টেবল মারফত ওসিকে জানিয়েছে। এবং ব্যাপারির উপহার থানায় পৌঁছে দিয়েছে। ধনপতির চরের কাহিনি আরো পল্লবিত হয়ে উঠল। প্রথমে যুবতী নারীর নিঃসঙ্গ পড়ে থাকার কথা শোনা গেল। তারপরেই থানার ওসিই জলদস্যুদের কথা শোনাল। জলদস্যুর কথাও ক্রমেই রটে যেতে লাগল। বনের সিংহকে ভোজ্য প্রাণী ভেট দেওয়ার মতো করে জলদস্যুদের যুবতী নারী দিতে হয়। ...এমন হতে পারে জলদস্যু সর্দারের রুচিই হলনা নতুন নারীতে। তখন সেই নারী দ্বীপে না খেয়ে খেয়ে মরে। জলে ঝাঁপ দিয়ে হাঙর কুমিরের পেটে যায়।"[৬]

জলদস্যুদের এই কাল্পনিক কাহিনি দশরথ ব্যাপারি নিজের ব্যবসার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কনস্টেবলকে বলেছে এবং তদন্তের গতি ও দিককে বিভ্রান্ত করেছে। তাই প্রকৃত সত্য ঘটনা ও তথ্য কোনটাই তদন্তের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এখানে শাসকের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে চরের নিরন্ন মেয়েমানুষগুলি। ধনপতির চর সর্দার ধনপতির দখলে। সেখানে কোন স্বীকৃত 'গরমেন' বা সরকার নেই। কিন্তু ঘোড়াদল এলাকার পুলিশ ও গোমস্তারা হাজির হয়ে যায় কিছু বাড়তি উপার্জনের উদ্দেশ্যে। তারা তিথি বুঝে, হিসেব করে চরের ভূমিতে অর্থ সংগ্রহ ও নিজের আখের গোছানোর জন্যই যায়। পেদরু হার্মাদের বংশধর ধনপতি সর্দার সতেরো বছর বয়সী কুন্তীকে নিয়ে রাজপাট গড়ে তুলেছে। ধনপতির উত্তরসূরী হিসেবে ধনেশ্বরী সপ্তদর্শী কুন্তী নিজের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। চরের জেলে, জেলেনিরা

ধনপতি সর্দারকে খাজনা প্রদান করে। কিন্তু এবার থেকে চরের মানুষ ধনেশ্বরী কুন্তীকে খাজনা দেবে। অমর মন্ত্রের কথায়--

"জয় জয় ধনেশ্বরী—পেদরুর ঘরনী,
কপালগুণে পাইলে সব, সোনার বরণী।"[৭]

অসম বয়সী ধনপতির সঙ্গে কুন্তীর সংসার করতে কোন আপত্তি নেই। কারণ, সে ভেবেই রেখেছে ধনপতির অনুপস্থিতিতে চরের সম্রাজ্ঞী হবে; সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তাই বি.ডি.ও - র গোমস্তা মালাকার বিভিন্নভাবে ধনপতির চর থেকে খাজনা আদায় করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

ধনপতি সর্দার যতই দাবি করুক সে ফিরিঙ্গি হার্মাদ পেদরুর বংশধর। তার নামাঙ্কিত চর আসলে সরকারের দয়া দাক্ষিণ্যে পাওয়া। এই বৃত্তান্ত যমুনা খুব ভালো করেই জানে। কারণ একটা সময় সে ধনপতি সর্দারের বিবি ছিল। যৌবনবতী যমুনার যৌবনের গন্ধে ধনপতি তখন মাতোয়ারা। কিন্তু সেই সময় সদর থেকে বড় সাহেব এসে নির্দেশ দেন যে চর ছেড়ে ধনপতিকে চলে যেতে হবে। এত দিনের আধিপত্য ত্যাগ করতে চায়নি ধনপতি। তাই যেকোন উপায়ে চরের আধিপত্য ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিল। নারীলোভী বড় সাহেবকে উপঢৌকন হিসেবে নিজের যৌবনবতী বিবি যমুনাকে পাঠায় জোর করে। যথারীতি বড় সাহেবের ভোগপণ্য হিসেবে পরিবেশিত হয় যমুনা। এর পরে কলঙ্কিনীর অপবাদ মাথায় নিয়ে ধনপতির সঙ্গ ছাড়তে বাধ্য হয় সে। এ প্রসঙ্গে অনিল ঘড়াই-এর 'নীল দুঃখের ছবি' উপন্যাসের এ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য--

> "এ সমাজে পুরুষ-নারীর কারোরই বহু বিবাহে বাধা নেই। আর বাধা থাকলেও সেই ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অনুশাসনকে অনেকেই বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।"[৮]

ধনপতি যমুনার ভবিষ্যৎ অসুবিধার কথা না ভেবেই নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তালাক দিয়েছে। পরবর্তীতে ধনপতি আরো অনেক নারীকে রক্ষিতা হিসেবে আশ্রয় দিয়েছে। কাকমারা সম্প্রদায়ের মতোই ধনপতির সমাজে বহু বিবাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথায় বহু নারীর জীবন বিপন্ন ও অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে 'ধনপতির চর' উপন্যাসে।

ধনপতি সর্দার চরের অধিপতি ও নারীলোভী হলেও নবদ্বীপ মালাকার, মঙ্গলময় মিদ্দেদের মতো সরকারি মানুষের অর্থলোলুপতা ও কামলোলুপতাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি। বিচ্ছিন্ন দ্বীপে এ কাজগুলিকে ধনপতি উটকো ঝামেলা মনে করে। সে এই ঘটনাগুলির কারণ হিসেবে মেয়েমানুষগুলিকেই দায়ী করে। তার মতে শুধু পুরুষ মানুষ এ চরে থাকলে হয়তো কোন ঝামেলা হত না। অথচ ধনপতি বৃদ্ধ হয়েও কমবয়সী, যৌবনবতী নারীদের নিয়ে কামখেলায় মগ্ন এবং সে অন্য মানুষদের প্রতি সচেতনতামূলক পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু তার অনুচররা এ যুক্তিতে কেউ সম্মতি জানায় না। কারণ কথায় আছে 'ভূতের মুখে রাম নাম' মানায় না। নাছোড়বান্দা ধনপতি তার বংশধরের কৃতিত্বকে গর্ব করে অনুচরদের শোনায়। লেখকের কথায়-

> "সেই পেদরু ফিরিঙ্গি সাত সাগর পার হয়ে আসতে কত দেশ লুটে এল, সাগরে যে জাহাজ পেল, নৌকা পেল ধ্বংস করে দিল, তার জাহাজের খোলে ধনরত্ন মণিমাণিক্য, হীরে জহরত আর কচি কচি মেয়েমানুষগুলোকে একের সঙ্গে অনেক জুড়ে দেওয়া, আগে পেদরু ভোগ করত, --তারপর কী করত, না কোথাও জাহাজ ভিড়িয়ে হাটে বেচে দিত মেয়েমানুষ, তখন হাটে হাটে মেয়েমানুষ বেচাকেনা হতো, ভাল যোবতী মেয়েমানুষের জন্যি ভাল দাম হতো।"[৯]

সেই পেদরু হার্মাদের আমল থেকে ধনপতি চরের মতো তার দখলের স্থানগুলিতে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রদর্শন করতো। ধনপতি বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য গর্ব করে পূর্বপুরুষদের অপকর্মগুলিকে টিকিয়ে রাখার মরিয়া প্রয়াস চালিয়ে গেছে। ফলে বাতাসি, যমুনা, কুন্তীদের সহজেই ভোগপণ্য হিসেবে পরিণত হতে হয়েছে।

ধনপতি সর্দার পূর্বপুরুষদের জীবনযাপনের প্রণালী অনুসরণ করলেও পেদরুর মতো বিলাসিতা করার সামর্থ্য তার ছিল না। তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের খেজুরিডাঙ্গা কিংবা তালসারির নিকটে পেদরু ফিরিঙ্গির ভগ্নপ্রায় আবাসস্থল রয়েছে। বর্তমানে সাপ-খোপের বাসস্থানে নারীলোভী, নারী লুন্ঠনকারীদের অপপকর্মের আদর্শ স্থান

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপকর্মকারী মানুষের নির্জন এ স্থানে নারীদের ভোগ করার পর মেরে ফেলে পালিয়ে যায় গাঙ পার হয়ে। কিন্তু পেদরু শত শত নারীর সান্নিধ্যে নিজের ভোগলালসা পূরণ করতো। অমর মিত্রের কথায়-

> "তো সেই মকানে এককালে ছিল পেদরু ফিরিঙ্গির হারেম। শত শত মেয়েমানুষ—
> শত শত দাসী তার, শত শত বিবি,
> ফিরিঙ্গির মাকান তা, জানে চান্দ রবি।
> পেদরু ফিরিঙ্গির সব করত দাসীরা। ধনপতি শুধু সেইটুকু অনুসরণ করতে চায়। এতবছর চর থেকে, ঘোড়াদল থেকে, ফিরিঙ্গিতলা থেকে, ধনপতির গা থেকে শয়তানের খোলস ক্ষয়ে গেছে অনেক, তাই বিবিতে সব হয়। না হলে গরমেন হয়ে শত শত দাসী রাখতে সে পারে না কি?"[১০]

ধনপতি সর্দার পেদরু ফিরিঙ্গির আভিজাত্যের সব কার্যকলাপকে অনুসরণ করতে পারেনি। চরের আধিপত্য ও ভোগদখলে রাখার মরিয়া প্রয়াসে বোঝা যায়, ধনপতি বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত নারীনির্ভর হয়ে পড়েছে। তাই তার পেদরুর মতো শত নারীর প্রাবল্য না থাকলেও কুন্তীর সাহচর্য্য ও বিশ্বস্ততায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে কুন্তী নিজেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ধনেশ্বরী কুন্তী হতে চেয়েছে।

গোমস্তা নবদ্বীপ মালাকার ধনপতির চরের দায়িত্ব পাওয়ার পর বাতাসিকে দোল পূর্ণিমার সময় বড় সাহেবের হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কুন্তী, সাবিত্রীরা জানে সরকারি লোক চরে এলে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য যুবতী মেয়েদের ভোগ করা। চরের মেয়েদের মধ্যে আবার নধর যৌবনবতী বাতাসির কদর বেশি। একটা সময় দশরথ ব্যাপারি বাতাসিকে ভোগ করার জন্য কত না চেষ্টা করেছে; এখন সেই জায়গায় নবদ্বীপ মালাকার। তাই মালাকার চরে তদন্তের নামে ভয় দেখিয়ে বাতাসির ফুটন্ত যৌবনের আস্বাদ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে সৈকত রক্ষিতের 'জয়কাব্য' উপন্যাসের এ কথাগুলি উল্লেখযোগ্য-

> "অসভ্য বর্বর প্রজাতির মতো, জারমণির সমক্ষে, তার কোমরে লেপটানো বস্ত্রখন্ডটি বাঁ হাতে টান মেরে এক ঝটকায় খুলে ফেলে দিতে চাইল সে, প্রবলভাবে চাইল। কিন্তু তা করতে পারল না। মুখ ফুটে বলতেও পারল না তার কথাগুলি। তবে যেভাবেই হোক, এটুকু সে দৃঢ়তার সঙ্গে নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে বলে ফেলল, 'আমি তেজঃপূর্ণ পরাক্রমশালী পুরুষ, কেননা অধোদেশে আমি আজানুলম্বিত বাণ বহন কর'।"[১১]

পাটন জারমণির জন্য কামান্ধ হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু জারমণিকে অন্যের হতে দিতে চায়নি। পাটনের অবদমিত ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই জারমণিকে একান্তে ভোগ করতে চেয়েছে; তাকে জয় করতে চেয়েছে। কিন্তু 'ধনপতির চর' উপন্যাসে নবদ্বীপ মালাকার কিংবা দশরথ ব্যাপারিরা বাতাসিদের ভোগের তুলনায় ব্যবসায়িক পণ্যের নজরে দেখেছে এবং গুরুত্বও দিয়েছে।

ধনপতির সাহচর্যে সরল মনের কুন্তী এখন ধনেশ্বরী কুন্তীতে পরিণত হয়েছে। সর্দারের সঙ্গিনী হওয়ার পর থেকে সে নিজেকে বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। ধনপতির পূর্বের বিবি সরস্বতী, অন্নাবিবি, যমুনাদের স্থান দখল করে কুন্তী নিজেকে চরের সম্রাজ্ঞী মনে করে। কিন্তু 'গরমেন' বা সরকার সম্পর্কে কুন্তীর কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাই সে 'গরমেন' বলতে মালাকার নাকি ব্যাপারি, নাকি মঙ্গল মিদ্দে নাকি অন্য অফিসাররা--এই প্রশ্নে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে 'গরমেন'-এর প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে সবকিছু করার এ বিশ্বাস কুন্তীর মনে বদ্ধমূল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'মহানদী' উপন্যাসের এই কথাগুলি উল্লেখযোগ্য-

> "সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাক্তিটি হন শাসক দলের। কিন্তু এ অঞ্চলে গত পনেরো বছর ধরে একই উচ্চতায় আছেন অবনী পাইকরায়। যখন বিরোধীরা ক্ষমতায় ছিল, তখন শাসকদলের কাছে অবনী ছিলেন এক চূড়ান্ত কু-গ্রহ; এখন নিজেদের রাজত্বে অবনী স্বভাবতই প্রতাপশালী।"[১২]

যেকোন কালে শাসক দলের ক্ষমতা ও আধিপত্যের অপব্যবহার ভয়ানক আকার ধারণ করে। 'ধনপতির চর' উপন্যাসে অবনী পাইকরায়ের মতো রাজনৈতিক প্রভাব নবদ্বীপ মালাকার কিংবা দশরথ ব্যাপারির জীবনে ছিল না। কিন্তু অতি ধূর্ততার সঙ্গে প্রশাসনের কিছু কূটবুদ্ধির মুনাফালোভী ও নারীলোভী মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়েও অবনী পাইকরায়ের মতো প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে দশরথ ব্যাপারি।

বি.ডি.ও অনিকেত সেন নবদ্বীপ মালাকারকে নিয়ে ধনপতির চরের আসল রহস্য উদঘাটন করার জন্য তদন্তে গেলে অন্ধ, বৃদ্ধ ধনপতি সর্দারের মুখে তার পূর্বপুরুষ সম্পর্কে বিচিত্র কাহিনি উত্থাপন করে। অনিকেত সেন বুঝতে পারেন ধনপতি সর্দার অফুরন্ত কাহিনির মধ্যে তেভাগা আন্দোলন, জমি দখলের আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। তার বংশধর সম্পর্কে অনেকের মতোই বি.ডি.ও অনিকেত সেনকে শুনিয়েছে ধনপতি। এই বিষাদময় বৃত্তান্ত উচ্চশিক্ষিত প্রশাসক অনিকেতের অন্তরাত্মাকে কিছুটা হলেও নাড়া দিয়েছে। ধনপতির কথার মধ্যে জাদুবিদ্যার প্রসঙ্গ থাকলেও নারী নিয়ে বিলাসিতার প্রসঙ্গটি বৃদ্ধাবস্থাতেও মধুসূদনের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকের ভক্তপ্রসাদ চরিত্রটিকে স্মরণ করায়। শেষ বয়সে এসে অন্ধ অবস্থাতেও তার বংশ-আভিজাত্য বজায় রাখার সদর্প ঘোষণা; ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> "না থাকুক জাদু থাকে, আমার দ্বারা যে রূপ ফিরে পেল, আমাদেরই ছেড়ে যাবে অন্য পুরুষের নেকট, আমি সাধু পেদরুর বংশ, হার্মাদ পেদরুর বংশ, আমি ধনপতি সর্দার, আমি মরলে কাছিম হয়ে চর পিঠে নিয়ে থাকব, আমার বিবি, আমার মেয়েমানুষ যদি অন্য পুরুষ মানুষের নেকট যায়, আমি কি তা জানতি পারব না, না উপরঅলা জানতি পারবে না,"[১৩]

ধনপতির সঙ্গে সংসার করার পর তার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় সেরকম পায়নি কুন্তী। কিন্তু বি.ডি.ও অনিকেত সেনের সঙ্গে কথোপকথনের সময় নিজের কথা বলতে গিয়ে ধনপতি সর্দার জাদুবিদ্যার প্রসঙ্গ আনলে কুন্তী খানিকটা ভীত হয়েছে। লিসবোঁয়ার অধিপতি পেদরুর অলৌকিক ক্ষমতার প্রসঙ্গকে সন্দেহের চোখে দেখলেও কুন্তী চরের সম্রাজ্ঞী ধনেশ্বরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর।

প্রথাগতভাবেই সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। কালের প্রবাহে বর্তমান যুগে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর মর্যাদা কতখানি সুরক্ষিত বা পরিবর্তিত তা পরিমাপ করা খুব কঠিন কাজ। তবে একথা সত্য যে, প্রায় সব দেশেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা পুরুষের কাছে কমবেশি অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত হয়। একটা সময় নারীদের স্থান ছিল শুধুমাত্র অন্তঃপুরে। নারীদের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রেখে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ভাবা হত এবং সন্তান প্রতিপালন করাই ছিল তার মুখ্য কাজ। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে সমাজব্যবস্থায় পটপরিবর্তন ঘটে; নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা বাইরের জগতের সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হতে শুরু করে। অন্তঃপুরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার পর। গার্হস্থ্যজীবনের সৃজনশীলতা নারীদের বাইরের জগতে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করেছে। বাংলার সমাজব্যবস্থায় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মজীবনে প্রভূত উন্নতি হলেও নিম্নবর্গীয় নারীরা এখনও অনটনের অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদের বেশিরভাগ নারীকে শিক্ষার আসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে অথবা খুব বেশি হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডি অবধি পৌঁছেছে। সমাজসচেতন বাস্তববাদী, প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক অমর মিত্র 'ধনপতির চর' উপন্যাসে কিছুটা অলৌকিকতার পরিমন্ডল সৃষ্টি করলেও বাতাসি, যমুনা, অন্নাবিবি, সাবিত্রীদের মতো দুর্দশাগ্রস্ত, বিপর্যস্ত নারীদের জীবনযন্ত্রণার কথাকে কঠোর বাস্তবতায় ভাষারূপ দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র অমর, 'ধনপতির চর', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১১
২. মজুমদার সমরেশ, 'উৎসারিত আলো', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল- ৯, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা. ২২৪
৩. মিত্র অমর, 'ধনপতির চর', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ২০
৪. তদেব, পৃ. ৬৩
৫. তদেব, পৃ. ৬৯

৬. তদেব, পৃ. ৩১৬
৭. তদেব, পৃ. ২০৪
৮. ঘড়াই অনিল, 'নীল দুঃখের ছবি', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০১, মাঘ ১৪০৭, পৃ. ৫৯
৯. মিত্র অমর, 'ধনপতির চর', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১৬২
১০. তদেব, পৃ. ১৭৯
১১. রক্ষিত সৈকত, 'জয়কাব্য', পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ৮২
১২. অগ্নিহোত্রী অনিতা, 'মহানদী' দেজ পাবিলিশিং, কল- ৭৩, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২৮৬
১৩. মিত্র অমর, 'ধনপতির চর', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৩৩৩

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা :

১. মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর, 'সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যপ্রসঙ্গ ও সমালোচনা-বিচিত্রা', করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
২. দেবসেন, সুবোধ, 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২
৩. সরদার, জগদীশচন্দ্র সম্পাদিত, 'নিষ্পলক', দলিত জীবন ও সংগ্রাম, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১
৪. গিরি, ড. সত্যবতী ও মজুমদার ড. সমরেশ সম্পাদিত, 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' (১ম খন্ড), রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশব সেন স্ট্রীট, কলতাতা-৯০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / মে ২০১৯